মঙ্গল-নির্ঘোষ।

চতুর্থ প্রচার।

১৮ই শ্রাবণ। ১৩২২।

——ঃ*ঃ

ভাগবত ধর্ম্মমণ্ডল
১৬১ নং হ্যারিসন রোড।
কলিকাতা।

বিনামূল্যে বিতরিত।

ভাগবত ধর্ম্মমণ্ডলের কার্য্যনির্ব্বাহক সভ্য এবং শ্রদ্ধেয়

ব্যবস্থাপক আচার্য্য মহোদয়গণের অনুমোদনে

প্রকাশিত।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,

প্রিণ্টার—শ্রীঅধরচন্দ্র দাস

৭১।১ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মঙ্গল-নির্ঘোষ।

চতুর্থ প্রচার

"——Where should we rather bestow our reverence than there, where it is most needed. While others bow before the shrines of riches, ranks and virtue. Oh let the heart which truly loves mankind, seek out the despised inmates of the work house, the gaol and the brothel where his brotherly love and reverence can do so much more for the elevation of his fellow creatures. Let him prostrate himself before the eclipsed majesty of these ill-fated sons and daughters of man, and register an inward vow, never to join in the general contempt nor to desert them till they have been raised from their present abject condition and there is no member of the human socie ty in the it awful position of an out cast in its bosom."

(শ্রীরায় রামানন্দ)

মঙ্গল-নির্ঘোষ।

পতিতপাবনাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু, প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে একদিন শ্রীমুখে বলিয়াছিলেন—

"জাতি কুল ক্রিয়া ধনে কিছু নাহি করে।
প্রেমধন আর্ত্তি বিনে না পাই কৃষ্ণেরে॥
যে-তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১০ অঃ)

দয়ার অবতার, তাঁর আশ্রয় ক্রোড়ে স্থান প্রদান করিতে জাতির বিচার করেন নাই; এ অবতারের মূল কারণই যে আচণ্ডালে করুণা করা। অবশ্য তজ্জন্য তিনি উপনিষদ, শ্রুতি, বেদ, বেদান্তসূত্র, সংহিতা, পুরাণ প্রভৃতির সম্মান রক্ষা করিতে কখনও ক্রুটী করেন নাই। প্রকৃত শাস্ত্রবিধি-বহির্ভূত কোনও বিধান তিনি প্রদান করেন নাই; এবং তৎপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মে বা বৈষ্ণব-সমাজে বিধিবিরুদ্ধও কিছুই নাই। তবে কালধর্ম্মে তাহার অপভ্রংশের কথা স্বতন্ত্র!!

বৈষ্ণব-সমাজ বা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নানাভাবে নানা ভক্তের নিকট

অর্থাৎ—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচারে, শ্রীরূপের প্রতি উপদেশে, সনাতন-শিক্ষায়, বল্লভ ভট্টের সহিত বিচার প্রভৃতি ব্যাপারে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সংক্ষেপ-স্থূল-মর্ম্ম জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

"প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে সেই ত প্রমাণ॥
স্বতঃ প্রমাণ বেদ, সত্য সেই কয়।
লক্ষণা করিলে স্বতঃ প্রামাণ্য হানি হয়॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৩ পঃ)

তিনি বলিয়াছেন—সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ সাকার ঈশ্বর, সর্ব্বব্যাপক। ঈশ্বরকে নির্ব্বিশেষ করিয়া শ্রুতিতে যে সকল স্থানে উক্ত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য প্রাকৃতত্ব নিষেধ করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তিনি জগতের অপাদান, করণ ও অধিকরণরূপে অবস্থিত। ঈশ্বর নিত্য।

তাঁহার মনঃপ্রভৃতিও নিত্য। তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহার শক্তি হইতেই প্রাকৃত জগতের সৃষ্টি। শ্রীবৃন্দারণ্যের নন্দ-গোপ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান।

তিনি সকল-ঐশ্বর্য্য-শক্তি-রসাশ্রিত, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আধার। তিনি সচ্চিদানন্দ। অনন্তের অনন্তশক্তির মধ্যে, চিচ্ছক্তি, মায়া-শক্তি ও জীবশক্তিই প্রধান। ইহাকেই আবার অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, এবং তটস্থাখ্যায় উল্লেখ করা হয়। চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তিই সর্ব্বপ্রধান। তাহাও তিনটি ;—আনন্দাংশে—হ্লাদিনী ; সদংশে —সন্ধিনী, এবং চিদংশে—সম্বিৎ। এই সম্বিৎ-শক্তিরই অপর নাম জ্ঞান। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুখময় ; এবং ভক্তগণকে সুখী

করিবার জন্য হ্লাদিনী শক্তি দ্বারা রসাস্বাদন করান এবং করেন। উক্ত হ্লাদিনী শক্তির সার সমবেত সম্বিৎসারই ভক্তি ; তথাহি :—

"হ্লাদ সম্বিদোঃ সমবেতয়োঃ সারো ভক্তিঃ।"

(সিদ্ধান্তরত্নম্ ১ম পাদ)

ঐ ভক্তি সাধন, ভাব ও প্রেমভেদে ত্রিবিধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

তথাহি—

সাধন করিলে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হইলে তার প্রেম নাম হয়॥

'প্রেম' এবং তাদৃশ প্রেমের সারাৎসারাংশকে 'মহাভাব' বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সী শ্রীরাধা—মহাভাবস্বরূপা। এতদ্ উভয় স্বরূপ নির্ণয়ের নাম তত্ত্বনির্ণয়। (চৈঃ চঃ মঃ ৮ পঃ)

গতি দুই প্রকার।—স্বর্গ ভোগ ; শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোলকে বাস।

কিন্তু ইহা অপেক্ষা সাধ্য—ভক্তি। ইহা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর প্রেম নামে ক্রমানুসারে বর্ণিত হইয়াছে। সাধক, অধিকার এবং সাধনা-ক্রমে, ইহার অধিকারী হয়।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নিজে আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। "কলৌ তৎ-হরি কীর্ত্তনাৎ"। আপামর, চণ্ডাল, অধম নীচ সকলেই হরিনামের অধিকারী। হরিনাম ছাড়া জীবের অপর গতি নাই। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বা প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের সংক্ষেপ-সারাংশ বর্ণিত হইল।

অতঃপর গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ বা সম্প্রদায়ের বিষয় জানিতে হইলে, বুঝিতে হইবে ; ইহার প্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু।

তাঁহার প্রধান সহকারী, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য এই দুই প্রভু। (এই লীলার অপরাপর পার্ষদ এবং স্বগণের স্বরূপ জানিতে হইলে গৌর গণোদ্দেশ-দীপিকা পাঠ করিলে সম্যক্ জ্ঞাত হওয়া যায়।) দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণই-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। বলরাম-নিত্যানন্দ সদাশিব-অদ্বৈতাচার্য্য।

মাধুর্য্যরস অনুভব করিবার জন্যই পরিপূর্ণশক্তিস্বরূপা শ্রীরাধার দেহকান্তি ধারণ করিয়া নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েন। তাহা ছাড়া বাহিরের কারণ—

"ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" (গীতা)

"ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় মদীয় ধ্যান যজন পরিচর্য্যা সঙ্কীর্ত্তন লক্ষণং পরমধর্ম্মঃ মদন্যৈঃ প্রবর্ত্তয়িতুমশক্যং সম্যক্‌প্রকারেণ স্থাপয়িতুমিত্যর্থঃ।
(বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী)

এ যুগের এ কার্য্যে মহাপ্রভুর পরম সহায়—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ।

দয়ার চরমোৎকর্ষের দৃষ্টান্ত শ্রীনিত্যানন্দের জগাই মাধাই উদ্ধার। কারণ—যখন মাধাইয়ের দারুণ প্রহারে দেহ রক্তাপ্লুত; যখন নিজ প্রাণের প্রাণ শ্রীপাদ নিত্যানন্দের নির্য্যাতন দর্শন করিয়া ক্রোধে আত্মহারা হইয়া শ্রীমহাপ্রভু "চক্র" "চক্র" বলিয়া ডাকিয়াছিলেন; তখন শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভুই বলিয়াছিলেন—

"————খণ্ড খণ্ড কর তুমি।
সে দুই থাকিতে কতি না যাইব আমি॥
*　　*　　*　　*
স্বভাবেই ধার্ম্মিক বোলয়ে কৃষ্ণ নাম।
এ দুই বিকর্ম্ম বই নাহি জানে আন॥
এ দুই উদ্ধার যদি দিয়া ভক্তি দান।
তবে জানি "পাতকি পাবন" হেন নাম।"

আর এক দৃষ্টান্ত—হরিদাসের প্রতি প্রভুর কৃপা। শ্রীমুখের বাক্যে জানা যায়—

"অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সেই সে পূজ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।"

সেইজন্যই যবন হরিদাসের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে এবং অধম-তারণ নামের সার্থকতা দেখাইতে, হরিদাসের নির্যাণে—

"হরিদাসের তনু কোলে লৈল উঠাইয়া।
অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা॥

(চৈঃ চঃ অঃ ১১ পঃ)

এবং এইজন্যই—

"হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদ চন্দন॥

(চৈঃ চঃ অঃ ১১ পঃ)

অপর দৃষ্টান্ত—

গৌড়দেশে যত হয় বৈষ্ণবের গণ।
সবার উচ্ছিষ্ট তেঁহো করিয়াছেন ভোজন॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যত ছোট বড় হয়।
উত্তম বস্তু ভেট লঞা তাঁর ঠাঞি যায়॥
তাঁর ঠাঞি শেষ পাত্র লয়েন মাগিয়া।
কাঁহাও না পায় যবে রহে লুকাইয়া॥

* * * * *

শূদ্র বৈষ্ণবের ঘর যায় ভেট লঞা।
এই মত তার উচ্ছিষ্ট খায় লুকাইয়া॥

* * * *

বৈষ্ণবের শেষ ভক্ষণের এতেক মহিমা।
কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপা সীমা॥
তাতে বৈষ্ণবের ঝুটা খাও ছাড়ি ঘৃণা লাজ।
যাহা হৈতে পাবে নিজ বাঞ্ছিত সব কাজ॥
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্তশেষ হৈলে মহা মহাপ্রসাদ আখ্যান॥
ভক্ত পদধূলি আর ভক্তপদ পান।
ভক্তভুক্ত অবশেষ তিন মহা বলবান্॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেম হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥
তাতে বার বার কহি শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন॥ ইত্যাদি

(চৈঃ চঃ অঃ ১৬ পঃ)

এইরূপ ছিল বৈষ্ণবধর্ম্ম; এইরূপ ছিল তাহার প্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর দয়া।

সেই বৈষ্ণবধর্ম্মে, এবং সেই বৈষ্ণবসমাজে ধীরে ধীরে নানারূপে স্বার্থবুদ্ধির প্ররোচনায় বহু কলঙ্ক বহু গ্লানি প্রবেশ করিয়াছে। সেই করুণা অবতার—

"দ্বিভুজং সুন্দরং স্বচ্ছং বরাভয়করং বিভুম্।
সুহাস্যং পুণ্ডরীকাক্ষং দধানং সিতবাসসী॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি ভাষন্তং সুস্বরং সুমনোহরম্।
যতি বেশধরং সৌম্যং বনমালাবিভূষিতম্।
তারয়ন্তং জনান্ সর্ব্বান্ ভবাম্ভোধে দয়ানিধিম্॥"—

(ঈশানসংহিতা)

—যে ধর্ম্মের, যে সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, তাহা বর্ত্তমান আচার্য্য গুরুত্বপদাধিকারিগণের দোষে ক্রমশঃ তাঁহাদেরই নষ্টবুদ্ধিতে কিরূপ রূপান্তরিত, তাহা বর্ণনা করা বাহুল্যমাত্র।

যে কোনও সমাজে যখন যে কোন উপধর্ম্মের অধিষ্ঠান হয় তাহা সেই সেই সমাজের নেতৃগণের অমনোযোগ বা বিপরীত বুদ্ধি-বশতঃ যে হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

এই জন্যই অধুনাতন সময়ের একজন সর্ব্বজন পরিচিত চিন্তাশীল লেখক লিখিয়াছেন—

"নৈতিক চরিত্রহীন স্বার্থান্ধব্যক্তি কখনও পরসেবা বা জন-সেবা রূপ পবিত্র কর্ম্ম করিবার অধিকারী হইতে পারে না। সে কখনই জনগণের নেতা বা চালকরূপে গণ্য হইতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে ইষ্টাপেক্ষা সে তাহাদের সর্ব্বনাশই সাধন করিয়া থাকে।" (গৃহস্থ—৪ খণ্ড ৪ বর্ষ ১০ সংখ্যা)

একথা অতি সত্য, অতি চিন্তা প্রসূত। এই বাক্যই পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিত মহাত্মা হারবার্ট স্পেনসার Social Statics নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—"The moral-law must be the law of the perfect man, the law in obedience to which perfection consists"—সুতরাং দেখা যাইতেছে কোনও সমাজের বা সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব বা গুরুত্ব পদাধিকারী ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র চ্যুতির সঙ্গে-সঙ্গে সেই সম্প্রদায়ের বা সেই সমাজের অবনতি অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্য প্রকৃত নেতার অভাব বশতঃই হিন্দুসমাজের অবস্থা দিন দিন কদর্য্য চিত্রে চিত্রিত হইতেছে। সেই জন্যই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের নানারূপান্তর।

ইতিহাসজ্ঞ ও পুরাণতত্ত্ববিদ মহাত্মামাত্রেই অবগত আছেন, অধঃপতিত, গলিত, কঙ্কালাবশিষ্ট, এই জাতির, এই সমাজের, এই ধর্ম্মের এমন এক দিন এমন এক সময় ছিল, যখন ইহাদের পূর্ণ-সাফল্য-গরিমা-জ্যোতিঃ পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত ও প্রোজ্জ্বল করিয়াছিল।

জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। সর্ব্বদাই বিশ্বরঙ্গ-মঞ্চে পটপরিবর্ত্তন হইতেছে। তাহাতেই বোধ হয় জাতীয় উত্থান, পতন প্রভৃতি ঠিক পর পর ধারাবাহিক ভাবে পরিলক্ষিত হয়। বাঙ্গালার ইতিহাস, জীবন চরিত, সমাজ-তত্ত্ব অনুশীলন করিয়া দেখিলে অতি পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাইবে,—বর্ত্তমান সময় হইতে ন্যূনাধিক গত পঞ্চবিংশতি বর্ষকালের পূর্ব্বেকার শতাধিক বর্ষকাল বাঙ্গলার বা বাঙ্গালী জীবনের ;—অথবা সমস্ত ভারতবর্ষের বলিলেও কোনরূপ অযৌক্তিক হয় না—একটা জাতীয়-অজ্ঞতার যুগ গিয়াছে।

ব্যক্তিগত শক্তি এবং জাতীয় শক্তি যেরূপ দুইটী সতন্ত্র-জিনিষ ; ঠিক তদ্রূপ ব্যক্তিগত শিক্ষা, জ্ঞান, উন্নতি, ও জাতীয় শিক্ষা, জ্ঞান, ও উন্নতি দুইটী পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন সামগ্রী।

প্রায় অষ্টত্রিংশৎ বর্ষ পূর্ব্বে কোনও মহাত্মা এই সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন যে, ১৭৭৮ খৃঃ পূর্ব্বে—অর্থাৎ জীব-হিত-ব্রত-কেরি, হেয়ার, কলভিন্, প্যামার, মার্সম্যান সাহেবের দ্বারা দারু-নির্ম্মিত বঙ্গাক্ষরে প্রথম ব্যাকরণ মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে, সাধা-রণে বঙ্গভাষা বা ব্যাকরণ শিক্ষা করিবার কোনই সুলভ সুযোগ পাইত না।

সেই কারণে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ উক্ত মহাত্মাগণের নাম প্রাতঃস্মরণীয় করিবার জন্য সে কালের পণ্ডিতবর্গ—

"হেয়ার, কলভিন্ প্যামারশ্চৈব, কেরিমার্স ম্যানস্তথা-
পঞ্চ গোরা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক নাশনং।"

এই শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন।

হইতে পারে, সে সময় একজন জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, একজন গোবর্দ্ধন বাচস্পতি জন্মাইয়াছিলেন; অতি অবশ্য স্বীকার্য্য ঐ ঐ এক একজন অসাধারণ অতি-প্রচণ্ড-বাক্ পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তাহাতে দশের বা দেশের কি হইয়াছিল? তাহারা যা, তাই ছিল। তখন সাধারণের শিক্ষা (mass education) তাল-পত্রে সংস্কৃত এবং ফারসীর ছাঁদে বিচিত্র ভঙ্গিতে ঙ-ঞ-উ-তে" ং—ঃ—৺ যোগে অদ্ভুত উচ্চারনের শব্দ; এবং হস্তাক্ষরের দাতাকর্ণ চরিত্র পুঁথী পাঠ; এবং অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে, ধান মাপিবার সঙ্কেত, অথবা যিনি অতিজ্ঞানী তিনি চারিটা "বয়েৎ": এবং সাড়েতিনটা, চানক্যশ্লোকের ভগ্নাংশ শিক্ষা করিয়া ধন্য হইতেন। তাহা ছাড়া পৃথিবী গোলাকার কিম্বা ত্রিকোণ, অথবা বঙ্গোপসাগরের পরেই হায়দ্রাবাদ বা বর্গীর দেশ কি না তাহা কে-জানিত !!!

এই শিক্ষার ফলেই, সমাজে, জ্ঞানে, ধর্ম্মে, "উপ" প্রবেশ করিয়াছিল। প্রকৃত সার ত্যাগ করিয়া "খোসা" লইয়া বৃথা কচ্‌কচি করিবার প্রবৃত্তির সেই হইতে সূত্রপাত হয়। সেই জন্যই In 1829 inspite of the remonatrences of the Hindu, Lord Bentick passed a law, declaring these kind of enforced-widow-burning to be illegal and punishable"—

("The Hindoo Widow")

এই জন্যই এইরূপ ভাবের "সতী" বা সহমরণের "খোসা" উচ্ছেদ করা হইয়াছিল। হইতে পারে, সে কালে অন্ধবিশ্বাস

ছিল, কিন্তু ঐ অন্ধ বিশ্বাসোত্থিত কার্য্যে মনুষ্যোচিত সাধারণ জ্ঞান, বিবেক তাড়না, ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তা, বোধ হয় আদৌ লক্ষিত হইত না। সে ত, বহুদিনের কথা নহে—এখনও কোনও কোনও স্পষ্ট বক্তা, সত্যবাদী, রহস্যপ্রিয় বৃদ্ধের নিকট শুনা যায়, বাল্যকালে তাঁহারা তাঁহাদের "ঠাকুর মহাশয়কে" এক মাত্র চাণক্য শ্লোকের দ্বারা শান্তিজল প্রদান ও শীতলার পূজা, প্রভৃতি কার্য্য শেষ করিতে দেখিয়াছেন।

বাঙ্গালার সাধারণ শিক্ষার অবস্থা যখন এইরূপ; সেই সময় হইতেই বৈষ্ণব সমাজের চরম অধঃপতন; সেই সময় হইতেই বিশ্বাসের অপব্যবহার করিয়া গুরুত্ব পদগৌরবে আত্মহারা হইয়া বৈষ্ণবসমাজের অধিকাংশ নেতৃবর্গ, দীক্ষাপ্রদান, ব্যবসার মধ্যে পরিণত করেন। সেই সময় হইতেই "পেশা গুরুগিরী" বলিতে লজ্জা না করার শিক্ষার আরম্ভ, সেই সময় হইতেই অবিচারে মন্ত্রপ্রদান আরম্ভ; সেই সময় হইতেই গুরুব্যবসায়ী আচার্য্য এবং প্রভু-সন্তানগণ সাধারণ বিষয়রক্ষার নিয়মানুসারে দেওয়ান, সরকার, নায়েব নিযুক্ত করার ন্যায়, "শিষ্যের পাল" শাসন করিবার জন্য "ফৌজদার" "ছড়িদার" প্রভৃতি কর্ম্মচারী কতকটা "চোপদার" "হুকুমদার" "দফাদারের" মত নিযুক্ত করেন।

সম্ভবতঃ এই সময় হইতেই স্বার্থান্ধ, রজতখণ্ডলোলুপ গোস্বামি-গণ বৈষ্ণব সন্ন্যাস বা বেষাশ্রয়কে "ভেক" প্রদান নামে রূপান্তরিত করেন।

সাধারণ হিন্দুসমাজ যাহাকে নানা কুক্রিয়াশক্ত ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণী বলিয়া ত্যাগ করিল; অথবা যাহাদের হৃদয়ে অণুমাত্র অনুতাপ আশে নাই বা নির্ব্বেদের উদয় হয় নাই, বৈষ্ণবসমাজের

নেতৃবর্গ তাহাদেরই নিকট হইতে কিঞ্চিৎ অর্থসংগ্রহ করিয়া বলিলেন—

"হে ভ্রষ্ট বা ভ্রষ্টা, ভয় কি, এস আমাদের কিছু প্রদান কর; তোমরা যা ইচ্ছা কর; তোমাদিগকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসোচিত পরিচ্ছদ প্রদান করিতেছি, তোমরা "ভেকাশ্রিত" বৈষ্ণব হও। বিধবা বিবাহ কর, যাহার সহিত এবং যতগুলির সহিত ইচ্ছা মালা বদল কর। আমাদের পাঁচসিকা দাও; ভয় কি? তৎসাময়িক কোন রসিক কবি ইহাদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—

"লুপ্তপিণ্ডং কাছাশুন্যং বিধবাগমনন্তথা।
মালাতিলকসংযুক্তং পঞ্চৈতে বৈষ্ণবলক্ষণম্॥"

সময় যায় থাকে না। জাগতিক প্রত্যেক বিষয়েরই হিতাহিতের একটা চরম অবস্থা (Extreme-point) আছে। সেই নিয়মানুসারে ক্রমশঃ বৈষ্ণবসমাজেরও চরম অবনতির অবস্থা হইতে ধীরে ধীরে আবার প্রকৃত স্ব অবস্থার দিকে উঠিবার সূত্রপাত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

গত সপ্তদশ বর্ষ হইতে ধীরে ধীরে, এই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটী সজীবতার স্পন্দন আরম্ভ হইয়াছে।

প্রথমে অতি সূক্ষ্মভাবে অনুভবের অতীতাবস্থায় এই স্পন্দন (Ethereal-vibrration) হইতে ক্রমশঃ বৈষ্ণবসমাজে, সৎ-দৃষ্টান্ত, সৎ-সাহস, সৎ-উদাহরণের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এই সৎসাহসের দৃষ্টান্ত একদিন যবন হরিদাস শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তিনি যবন হইয়া হরিনাম করিতেছেন; এই অপরাধে যবন-কাজী বিচারক; বিচার করিয়া বলিলেন—

"————শাস্তি করহ ইহারে।
এক দুষ্ট, আরো দুষ্ট করিবে অনেক।
যবনকুলের অমহিমা আনিবেক॥
এতেকে উহার শাস্তি করহ ভালমতে।
নহে বা আপন শাস্ত্র বলুক মুখেতে॥"

তখন ধর্ম্মোজ্জ্বল-দীপ্ত-মুখে ধীর, স্থির, গম্ভীরভাবে হরিদাস ঠাকুর বলিয়াছিলেন—

"খণ্ড খণ্ড হই দেহ যদি যায় প্রাণ।
তভো আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥"

ইহা সৎ-সাহস।

নিজ নিজ বিশ্বাস মত বা কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা ধারণা করা যায় (principle) অপ্রতিহত ভাবে রক্ষা করিতে শত শত বাধা ক্লেশ অপমান অম্লানবদনে সহ্য করিয়া নিজ কার্য্যে স্থির থাকার নাম সৎসাহস। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বৈষ্ণবসমাজের নেতৃগণ প্রকৃত সৎ-সাহসের দৃষ্টান্ত কিছুই দেখাইতে পারেন নাই। ইহার কারণ অন্বেষণ করিলে বুঝা যায়—

"সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি"—"জড় জগৎ এবং অন্তর্জগতে আকর্ষণ বিকর্ষণ চলিতেছে। জড়জগতের ন্যায় অন্তর্জগতেও এই আকর্ষণ বিকর্ষণে স্বভাবের আদান প্রদান হইতেছে। কেহ সৎ-স্বভাব আকর্ষণ করিয়া দেবতা, কেহ অসৎ-স্বভাব আকর্ষণ করিয়া উৎসন্নের দিকে চলিয়া প্রেত হইতেছে।" (গৃহস্থ ১০৬৫ পৃঃ) আরও প্রত্যক্ষ প্রমাণ—

"চেম্বার্স জর্ণলের এক সংখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে, যমুনাতীরে এটোয়া জেলায় কোন স্থানে নেকৃড়ে পালিত এক বালককে উক্ত

ব্যাঘ্রের নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার জনক জননীর নিকট দেওয়া হয়, কিন্তু সংসর্গদোষে সে এরূপ হিংস্র প্রকৃতি এবং পশু-ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছিল যে, তাহাকে বশে আনয়ন করা একান্ত অসম্ভববোধে বাধ্য হইয়া গ্রামের প্রান্তে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইয়াছিল। সে চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় চলিত এবং আম-মাংস ভক্ষণ করিত।" (জীবজন্তু)

আরও প্রত্যক্ষ প্রমাণ—

মুসলমান বাদশাহের শাসনকালে, সংমিশ্রণ এবং সাহচর্য্যে হিন্দুর ক্রমশঃ বাব্‌রিকাটা কেশ-রক্ষা, চোগা চাপ্‌কান্, মোড়কদার, পাদুকা, কুর্ণিস্, আদপ্-কায়দা এবং লম্বানল-গুড়্‌গুড়ি বা ফর্‌সি যোগে সুগন্ধ-কলঞ্জপত্রের ধূমপান এবং অন্ততঃপক্ষে ছানার কালিয়া, কোপ্তা, পোলাওয়ের সৃষ্টি।

আর—ইংরাজরাজ শাসনাধীনের পর হইতে ক্রমশঃ ছোটবড় করিয়া কেশকর্ত্তন, হ্যাট্ কোট, সার্ট, বুটজুতা, চুরুট বা সিগারেটের ব্যবহার এবং ইংরাজী Etiquit শিক্ষায় চিংড়ীর কাট্‌লেট অন্ততঃ ডুমুরের চপের সৃষ্টি।

সুতরাং সংসর্গদোষে অর্থাৎ শাক্ত সম্প্রদায়ের সহিত আচারে, ব্যবহারে, নানারূপের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে বৈষ্ণবসমাজের যে বিশুদ্ধ বৈষ্ণববুদ্ধির ও বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-ব্যবহারের চ্যুতি এবং মতিভ্রম ঘটিবে তাহাতে সন্দেহ কি?

বিভিন্ন প্রকৃতির, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর পরস্পর রক্তমিশ্রণে সামাজিক উৎকর্ষ এবং অপকর্ষতার সম্বন্ধে মহাত্মা Havelock Ellis কৃত Man and woman or A Study of Human Secondary Sexual character নামক পুস্তকে এ

বিষয়ের বহু গবেষণাপূর্ণ তর্কের দ্বারা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হইয়াছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে; বাঙ্গালার যে সময়ে (mass education) সাধারণ শিক্ষার অভাব, প্রায় সেই সময়েই এই সকল কারণে বৈষ্ণবসমাজের বিশেষ অধঃপতন। এ বিষয়ে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা বর্ত্তমানক্ষেত্রে অযৌক্তিক ও অপ্রাসঙ্গিক।

তবে এটা ঠিক,—বর্ত্তমান বৈষ্ণবসমাজের সমস্ত অঙ্গ জুড়িয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে কোন্ কোন্ স্থানে ক্ষত, কোন্ কোন্ স্থানে ব্রণ, কোন্ কোন্ স্থানে গলিতকুষ্ঠের তীব্র যন্ত্রণা; কিরূপে কেমন করিয়া কোন্ সূত্রে আক্রমণ করিয়াছে, এবং তাহার আরোগ্যের ঔষধ কোথায়, কিরূপে, কি ভাবে প্রয়োগ করিলে উপকার অবশ্যম্ভাবী, তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের বর্ত্তমান পণ্ডিতবর্গের মধ্যে অনেক চিন্তাশীল, নির্ভীক, মহাত্মাগণ বুঝিতে পারিয়াছেন।

এবং পারিয়াছেন বলিয়াই শ্রীশ্রীনিত্যানন্দবংশীয় পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ভাগবতরত্ন এবং উন্নতচেতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মাণিকচাঁদ গোস্বামী মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টা এবং উদ্যমে; এবং পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রভৃতির মিলিত চেষ্টায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের মধ্যে একটী সৎসাহসের কার্য্য আজ আমরা মঙ্গল-নির্ঘোষে প্রচার করিতে সমর্থ হইতেছি।

কার্য্যটি আর কিছুই নহে; একটী অধম শূদ্রবংশীয় চর্ম্মব্যবসায়ী বৈষ্ণবাচার সম্পন্ন দীক্ষিত বৈষ্ণবের ঈপ্সিত-শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা; তাহার আজন্ম-পোষিত-আকাঙ্ক্ষাটিকে কার্য্যে পরিণত করা, দীনের আর্ত্তি,

হৃদয়ের সাধ, এবং সাধনার সহায়তা করা ও তাহার ভক্তিপ্লুত-হৃদয়ের পূজা নৈবেদ্য গ্রহণ করা ছাড়া এ কার্য্য আর কিছুই নহে।

অনেকের নিকট ইহা নূতন না হইলেও নূতন, তাজ্জব না হইলেও তাজ্জব, অশাস্ত্রীয় না হইলেও অশাস্ত্রীয়।

ইহা হইয়াছিল বলিয়াই—একবিংশ বর্ষ পূর্ব্বে "পতিতোদ্ধার" নামক পুস্তিকার সৃষ্টি; দেবতা বা ঋষি প্রণীত শাস্ত্রের বা শাস্ত্রীয় শাসনবাক্যের অর্থে, তাম্রমুদ্রা, রজতমুদ্রা এবং স্বুবর্ণমুদ্রা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ব্যাখ্যা। এইরূপ হইয়াছিল বলিয়াই জাতীয় হিতাহিত চিন্তানিরত ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আজ ষোড়শ বর্ষকাল ধরিয়া "হিন্দুসমাজ" Dying race প্রভৃতি অতি মূল্যবান চিন্তাপ্রসূত পুস্তিকা প্রচারে দেশের অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া আসিতেছেন। এইরূপ হইয়াছিল বলিয়াই ক্রমাগত অপমানে, অস্সুবিধা ভোগে কতকগুলি লাঞ্ছিত হৃদয়ের বিদ্রোহভাব একত্রিত হইয়া "আর্য্য-সমাজের" সৃষ্টি। এইরূপ হইয়াছিল বলিয়াই অন্তঃসারহীন, স্বার্থান্ধ, অধঃপতিত "বামুন পণ্ডিতের" দল অভাবের হাহাকারে হেয়ভাবে অবস্থান করিতেছে। কে আর উহাদের কথার মূল্য স্বীকার করে? কোন্ চিন্তাশীল জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাদের এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় দুঃখিত না হয়। অনুতপ্ত পাপীর প্রায়শ্চিত্ত বিধানে যখন শাস্ত্রের প্রকৃত সম্মান রক্ষা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণেচ্ছু বা শাস্ত্রীয় বিধান গ্রহণেচ্ছুর প্রকৃত হিতকামনায় যাহাতে তাহার যথার্থ হিতসাধন হয় এরূপভাবে যখন শাস্ত্রীয় বিধান শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ প্রদান করিতেন; তখন ছিলেন তাঁহারা পূজ্য। তখন ছিল তাঁহাদের

শাসন-বাক্যের মূল্য। তখন ছিল তাঁহাদের আসন বা সম্মান রাজরাজেশ্বর অপেক্ষাও উচ্চে।

কিন্তু যে দিন হইতে প্রায়শ্চিত্তের নাম অর্থ-শোষণ হইয়াছে; যে দিন হইতে পাপীর যথার্থ হিতের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া ব্যবস্থাপক নিজ স্বার্থের বিষয় চিন্তা করিতে শিক্ষা করিয়াছেন; সেই দিন হইতেই ঋষি-পুত্র পূজ্য ব্রাহ্মণ "বামুন-পণ্ডিত" নামে রূপান্তরিত হইয়া হেয়জীব হইয়াছে। সেই দিন হইতে সর্ব্বজন-পরিচিত "মাকড় মারিলে ধোকড় হয়" বাক্যের সৃষ্টি।

এইরূপ অনেকের নিকট প্রতি শুভকার্য্য, প্রতি সৎসাহসের দৃষ্টান্তই তাজ্জব, নূতন, অশাস্ত্রীয়। কিন্তু তা বলিয়া কলি পাবনাবতার শ্রীশ্রীনিত্যানন্দবংশীয় প্রভু সন্তানগণ জীব-হিত-ব্রত-হইতে কেন বিরত থাকেন। তাঁহারা কেন ভুলিয়া যান—

"——প্রভু বলে শুন নিত্যানন্দ মহামতি
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আপনার মুখে।
মূর্খ, নীচ, দরিদ্র ভাসাব প্রেম সুখে॥
তুমিও থাকিলা যদি মুনি ধর্ম্ম করি।
আপন উদ্দাম ভাব সব পরিহরি॥
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বল দেখি আর কেবা করিবে উদ্ধার॥ (চৈঃ ভাঃ)

তাঁহারা "আমানিনা মানদেন" ইত্যাদি সার বাক্য কোন্ মদ বিহ্বলে বিস্মৃত হইতেছেন?

তাঁহারা শ্রীপ্রভুর "——যদি ভক্তি বিলাইবা
স্ত্রী, শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা।" (চৈঃ ভাঃ)

এই কথার সাফল্য রক্ষা কেবলমাত্র প্রকাশ্য-বেশ্যার অর্থগ্রহণ দ্বারাই কি শেষ করিবেন? ধর্ম্মনিষ্ঠ, বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত শুদ্ধাচারী অধম শূদ্রাদির আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তির পূজা-গ্রহণে তাঁহারা অসম্মত, কিন্তু সর্ব্বার্থবহির্ভূতা বেশ্যার তামসী "সেবা" তাহারই বাড়ীতে যাইয়া বিশেষ আগ্রহপ্রকাশে গ্রহণ করিবেন; ইহাপেক্ষা শোচনীয় বিস্ময়কর ব্যাপার আর কি হইতে পারে? তাঁহারা কেন ভুলিয়া যান—"এ জগতে যাহা কিছু নির্ম্মল মধুরতাময়, তাহাই সত্ত্বগুণ-প্রধান, যাহা চঞ্চল ও ক্রিয়াশীল তাহাতেই রজোগুণের আধিক্য, এবং যাহা গতিহীন ও ক্রিয়াহীন এবং হীন তাহাই তমোগুণবিশিষ্ট।" তাঁহাদের জানা উচিত, বৈষ্ণবশাস্ত্র বেদ-বিধি ছাড়া নহে। বৈষ্ণবধর্ম্ম বৈদিক সদাচারসম্পন্ন শ্রেষ্ঠতম পরমধর্ম্ম। ইহা জানিতে হইলে প্রথমতঃ 'বিষ্ণু'শব্দ-প্রতিপাদ্য দেবতাকে জানা আবশ্যক—

"বেবেষ্টি ব্যাপ্নোতি বিশ্বং যঃ, বেষতি সিঞ্চতি—আপ্যায়তে বিশ্বমিতি; বিষ্ণাতি ভক্তান্ মায়াপসারেণ সংসারাদ্ বিযুনক্তি ইতি বিষ্ণুঃ।"—

"যস্মাদ্বিশ্বমিদং সর্ব্বং তস্য শক্ত্যা মহাত্মনঃ।
তস্মাদেবোচ্যতে বিষ্ণুর্বিশ ধাতোঃ প্রবেশনাৎ॥"

(বিষ্ণুপুরাণ)

আরও জানা উচিত—

"যতোবিষ্ণুর্বিচক্রমে" (১ম ২২সূ ১৬ ঋক্)

"ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে" (সাম, ১৮। অথর্ব্বঃ ৭।২৬।৫)

"বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ" (বাজসনেয় ৩৪।৪৩)

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদং" (সামবেদ ২।১০।২৩)

"বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যাণি প্র বোচম্ যঃ পার্থিবাণি বিমমে রজাংসি" (ঋক্ ১।১৫৪)

আরও জানা উচিত—

"বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু" (বৃঃ, উঃ ৬।৪।২১)

"শংনো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ" (তৈঃ ১।১।১)

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" (কঠ ৩।৯।২ মৈঃ ৬।২৬)

"ব্রহ্মা রুদ্রো বিষ্ণুঃ" (মৈঃ উঃ ৪।৫)

"অস্য সাত্ত্বিকোহংশঃ বিষ্ণুঃ" (মৈঃ উঃ ৫।২)

"কশ্চ বিষ্ণুঃ পরং ব্রহ্মৈব বিষ্ণুঃ (গোপীচ উ ২)

"গোপ্যো নাম বিষ্ণুপত্ন্যঃ স্যুঃ" (গোপীচ উ ৪২)

"আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ" (গীতা ১০।১২)

"ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো" (গীতা ১১।২৪)

"তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ" (মহানারায়ণ ৩।৬)

অতএব দেখা যাইতেছে, ঋক্‌বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া উপনিষদ্ পর্য্যন্ত বিষ্ণুর মাহাত্ম্য যথেষ্ট রূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—:

"ক্রমণাচ্চাপ্যহম্ পার্থ বিষ্ণুরিত্যভিসংজ্ঞিতঃ"

(মহাভারত, শান্তিঃ ১৩ অঃ)

অগ্নি, বরাহ, কূর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত পুরাণে, সংহিতা, তন্ত্রে, বিষ্ণু-পূজা, মন্ত্র ও নৈবেদ্যাদির বহুল উক্তি আছে। এই বিষ্ণু হইতেই 'বৈষ্ণব' শব্দের উৎপত্তি। কারণ "বিষ্ণুর্দেবতা অস্য" ইত্যাদি হইতে ইহা স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হইতেছে। ইহার নিরুক্তি যথা—

"বিষ্ণোরুপাসকো দাসস্তন্মন্ত্রেষ্ট স্তদাশয়ঃ।
তস্মাহু বৈষ্ণবং লোকে বিষ্ণুসেবা-পরায়ণম্॥"
(পাদ্ম, উঃ ৯৯ অ)

অতি প্রাচীনতম ঋক্‌মন্ত্রেও বিষ্ণুর উপাসনা আছে এবং তিনি যে গোপরূপী তাহা ব্যক্ত করা হইয়াছে—

"তদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাং নরো যত্র দেবয়াবো মদন্তি
উরু ক্রমস্য সহি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ।
তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ।
অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি।"
(ঋক্ ১ম। ১৫৪। ৫-৬)

এবং এই গোলোকপতি গোপরূপধারী বিষ্ণুই সমস্ত যজ্ঞের অধীশ্বর।

"অগ্নির্মুখং প্রথমো দেবতানামগ্নিশ্চ বিষ্ণো স্তপ উত্তমং মহ ইত্যাগ্না বৈষ্ণবস্য হবিষো যাজ্যানুবাক্যে ভবতঃ।" (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২।৪।৩।৩)

এই সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—

"তৎবিষ্ণুং প্রথমঃ প্রাপ স দেবতানাং শ্রেষ্ঠোঽভবৎ। তস্মাদাহুঃ 'বিষ্ণুর্দেবতানাং শ্রেষ্ঠঃ' ইতি।" (শত, পঃ ব্রা ১৪।১।১।১৫)

দীক্ষিত বৈষ্ণবকে স্বয়ং বিষ্ণু সম্বর্দ্ধিত করেন।

"বৈষ্ণবো ভবতি বিষ্ণুর্বৈ যজ্ঞঃ স্বয়ৈবৈনং
তদ্দেবতায়া স্বেন ছন্দসা সম্বর্দ্ধয়তি।"
(ঐঃ তঃ ব্রাঃ ১পঃ ৩ অঃ ৪ খঃ)

অতএব দেখা যাইতেছে, বৈদিক যুগ হইতে বিষ্ণু ও তাঁহার উপাসক 'বৈষ্ণব' আছেন।

উক্ত বৈষ্ণবদিগের আচরণীয় ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

অতঃপর 'ধর্ম্ম' কাহাকে বলে তাহার বিচারে দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনের প্রথমে "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" এই বলিয়া বলিলেন—"চোদনা লক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ।"

(পূর্ব্বমীমাংসা ১।১।১-২)

প্রবর্ত্তক শব্দেই চোদনা অর্থাৎ যে সকল বৈদিক শব্দে, কার্য্যের প্রেরণা বুঝায়, সেই সকল বিধি-বোধক কার্য্যই 'ধর্ম্ম' নামে অভিহিত। কিন্তু ঐ সকল বাক্যে কর্ম্মেরই প্রাধান্য দেখা যায়, ঐ কর্ম্মকাণ্ডও যদি ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ণিত বিষ্ণু-আরাধনাত্মক বৈষ্ণবধর্ম্মকে যে শ্রেষ্ঠ বলা হইল, সে শ্রেষ্ঠতা কিরূপে হইতে পারে? ইহা বুঝিতে হইলে, জানিতে হইবে, ধর্ম্মের উদ্দেশ্য সুখস্বাচ্ছন্দ্য। বেদে যজ্ঞাদি কর্ম্মের যে সকল বিধান আছে, উহাতে দেখা যায়, ইহলোকে পুত্র, কলত্র, ঐশ্বর্য্যাদি সুখভোগের পর পরলোকেও স্বর্গাদিসুখের বিষয় বলা হইয়াছে। তাহা হইলে ইহারই বা শ্রেষ্ঠতা স্বীকার না করিবার হেতু কি? এবং কর্ম্মকাণ্ডই যে বর্ত্তমান স্মার্ত্তধর্ম্মের মূলভিত্তি ও তাহার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ও যে একেবারে অস্বীকার করিবার উপায় নাই; তাহা বুঝা যাইতেছে।

কেননা জনসাধারণকে প্রকৃত ধর্ম্ম বা পরম ধর্ম্মপথে আনিতে হইলে, কতকগুলি বিধিনিষেধের প্রয়োগ ও প্রচার আবশ্যক। যাহারা শাস্ত্রাচার জানে না, শাস্ত্রপথে চলে না, ফলতঃ যাহারা অনার্য্য, তাহাদিগকে সুসভ্যসমাজে আনিতে হইলে, কতকগুলি সাধারণ নিয়মের আবশ্যক।

ভারতীয় আর্য্যগণও এই মহান্ উদ্দেশ্যে জনসাধারণের জন্য কতকগুলি নিয়ম করিয়াছিলেন; কিন্তু কালে সেই সকল নিয়ম গুলিকেই জনসাধারণ ধর্ম্মের চরম মীমাংসা বলিয়া মানিয়া লইল।

যাগযজ্ঞের ভীষণ প্রভাবে এবং নিষ্প্রয়োজন-বিধি-ব্যবহার-লৌহ-নিগড়ে সমগ্র সমাজ অতি কঠিনভাবে নিগড়িত হইয়া পড়িল। উহার পরিণামে ধর্ম্মের নামে কতকগুলি অনাবশ্যক-নিয়ম ও যাগ-যজ্ঞাদিতে পশুবধের ও সোমপানের প্রভাব ভীষণরূপে পরিলক্ষিত হইতে লাগিল।

শ্রীভগবানের তত্ত্ব, শ্রীভগবানের নাম স্মরণ ও তাঁহার সেবন, পূজন প্রভৃতির কোন ধারণা আর লোকের চিত্তে স্থান পাইল না।

সমাজের এই ভীষণ দুর্দ্দিনে শ্রীভগবান্ ঋষি-হৃদয়ে বেদান্তের অমৃতময় উপদেশের উৎস উৎসারিত করিয়া তুলিলেন। উপনিষদ্, বেদান্তসূত্র, ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল; কর্ম্মকাণ্ডের অসৎপ্রভাব ধীরে ধীরে সংযত হইয়া পড়িল।

এই কর্ম্মকাণ্ডের অসার একাধিপত্য দূরীকরণের জন্য পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ বলিলেন—

"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদ-বাদরতাঃ পার্থ! নান্যদস্তীতি-বাদিনঃ॥"

(গীতা ২।৪২)

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য উহার ব্যাখ্যায় বলিলেন—"পুষ্পিতাং পুষ্পিত ইব বৃক্ষঃ শোভমানাং শ্রূয়মাণরমণীয়াং বাচং বাক্যলক্ষণাং প্রবদন্তি। কে? অবিপশ্চিতঃ অল্পমেধসোঽবিবেকিনঃ ইত্যর্থঃ। বেদবাদরতা ইতি বেদবাদরতাঃ বহ্বর্থবাদফলসাধনপ্রকাশকেষু বেদবাক্যেষু

রতাঃ, হে পার্থ! নান্যৎ স্বর্গপশ্বাদিফলসাধনেভ্যঃ কর্ম্মভ্যোঽস্তীতি বাদিনোবদনশীলাঃ।”

ভাবার্থ—অজ্ঞেই ক্ষণিক স্বর্গাদিলাভকে মুখ্য জ্ঞান্ করেন, এবং তাহার প্রশংসায় রত হয়েন। শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

“নন্থ কামিনোঽপি কষ্টান্ কামান্ বিহায়, ব্যবসায়াত্মিকামেব বুদ্ধিং কিমিতি ন কুর্ব্বন্তি? তত্রাহ যামিমামিতি। যামিমাং পুষ্পিতাং বিষলতাবদাপাততোরমণীয়াং প্রকৃষ্টাং পরমার্থফলপরামেব বদন্তি, বাচং স্বর্গাদিফলশ্রুতিং তেষাং তয়া বাচাপহৃতচেতসাং ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধির্ন সমাধৌ বিধীয়তে ইতি।”—

আরও বলিলেন—

“কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৪ ॥
যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥” ৪৫ ॥

অর্থাৎ—ঐ সকল কামাত্মা স্বর্গকামব্যক্তি জন্মকর্ম্ম-ফলপ্রদ ক্রিয়াবিশেষে আসক্ত হয়েন।

কর্ম্মকাণ্ডময় বেদ অবিশ্বাসীর বিশ্বাসোৎপাদনার্থ ত্রৈগুণ্য কাম্য কর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন। তুমি উহাতে আবদ্ধ না হইয়া ত্রিগুণাতীত পরতত্ত্ব স্বীকার কর।

ঐ সকল বহু বিক্ষেপাত্মক বহুকালসাধ্য কর্ম্মানুষ্ঠান অপেক্ষা, যেরূপ স্নানপানার্থীর বৃহৎ জলাশয়ে কার্য্য হয়, তদ্রূপ ক্ষুদ্র নির্ম্মল জলাশয়েও হইয়া থাকে। সেইরূপ আয়াসসাধ্য কর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ

করিয়া উপনিষদাদি শাস্ত্র হইতে আত্মার যথার্থ জ্ঞান লাভে যত্নশীল হও।

কর্ম্মকাণ্ডের বিষয়ে উপনিষদে দেখা যায়—

"তদ্‌যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে। এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে॥" (ছঃ উঃ ১।৮।৬)

"প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ।" (মুঃ উঃ ১।২।৭)

"নহ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে" (কঠঃ উঃ ২।১০)

বেদান্ত বলেন—

"কর্ম্মণামল্পাস্থিরফলত্বং দৃষ্টাঽধ্যয়নগৃহীতস্বাধ্যায়ৈকদেশোপনিষদ্‌-বাক্যেষু চামৃততত্ত্বরূপানন্তস্থিরফলাপাতপ্রতীতে স্তন্নির্ণয়ফলবেদান্ত-বাক্য-বিচাররূপ-শারীরকমীমাংসায়ামধিকরোতি।" (শ্রীভাষ্য)

মনু বলিয়াছেন—

"বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতৎ চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্য লক্ষণম্‌॥"

বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও আত্মপ্রীতির সহিত ভগবৎপ্রীতিই ধর্ম্মের লক্ষণ। যাহা বেদবিহিত, যাহা স্মৃতিবিহিত, যাহার সম্বন্ধে সদাচার দেখা যায় এবং যাহার অনুষ্ঠানে আত্মপ্রীতির সহিত ভগবৎপ্রীতি সাধিত হয়, তাহাই ধর্ম্ম। যাহা বেদবিহিত, স্মৃতি-বিহিত, যাহার সম্বন্ধে সদাচার দৃষ্ট হয়, অথচ যাহার অনুষ্ঠানে আত্মপ্রীতির সহিত ভগবৎপ্রীতি বা ভগবৎপ্রাপ্তি সাধিত হয় না, তাহাকে অপর ধর্ম্ম বলে। যাহা বেদবিহিত, স্মৃতিবিহিত নহে, যাহাতে সদাচার নাই, অথচ আত্মপ্রীতির সহিত ভগবৎপ্রীতি বা তৎপ্রাপ্তি সাধন করে না, তাহাই অধর্ম্ম। যাহা বেদ ও স্মৃতি-বিহিত, যাহাতে সদাচার দৃষ্ট হয়, অথচ যাহার অনুষ্ঠানে আত্ম-

প্রীতির সহিত ভগবৎপ্রীতি ও তৎপ্রাপ্তি সাধিত হয়, তাহাকে পর-ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে।

এই সকল কারণে ঐ সকল সকাম ধর্ম্মকে তুচ্ছ করিয়া সারধর্ম্ম উক্ত হইল—"সবৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।"
(শ্রীভাগবত)

যাহাতে শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তি হয়, তাহাই পরমধর্ম্ম, এবং ঐ "ভক্তি" জ্ঞান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ তাহা বেদান্ত বলিতেছেন—"বিদ্যৈব তু তন্নির্দ্ধারণাৎ" এখানে "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অনায়েতি।" এই মন্ত্র হইতে সংশয় হইল মোক্ষের হেতু কি? কর্ম্ম, বিদ্যা, বা বিদ্যা কর্ম্ম উভয়ই এই সংশয় জন্য উক্ত সূত্রের অবতারণা। পূজ্যপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় উহার ভাষ্য করিলেন—

—"তু-শব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদার্থঃ বিদ্যৈব মোক্ষহেতুর্ন তু কর্ম্ম। * * বিদ্যাশব্দেনেহ জ্ঞানপূর্ব্বিকা ভক্তিরুচ্যতে—স চ মোক্ষো বিদ্যয়া বহিঃ সাক্ষাৎকারেণৈবেত্যাহ "দর্শনাচ্চ"।" (বেদান্তসূত্র ৩।৩।৪৮।৪৯)

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥
(ইতি মুণ্ডকে) তেনৈব তদ্বীক্ষণাদিত্যর্থ।"

অতএব একমাত্র ভক্তিই যে শ্রেষ্ঠ উপায় ও উহা জ্ঞানের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তাহা নিশ্চয় হইল।

শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রেও দেখা যায়—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ।"

আত্মারাম মুনিগণও শ্রীভগবানের অহৈতুকী ভক্তি কামনা করেন। শ্রীভগবান্ নিজ মুখে বলিয়াছেন—

"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" (গীতা)

আমি একমাত্র ভক্তিরই গ্রাহ্য। সুতরাং এই নিষ্কাম ভক্তি যদি স্বল্পমাত্রও অনুষ্ঠিত হয়, তাহা মহত্তর ভয় (সংসার) নিবারণ করিয়া থাকে।

"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" (গীতা ২।৪০)

বিদ্যাভূষণভাষ্য—"ইহ ভগবদর্পিতস্য নিষ্কামকর্ম্মলক্ষণ-ধর্ম্মস্য কিঞ্চিদপ্যনুষ্ঠিতং সন্ মহতো ভয়াৎ সংসারাৎ ত্রায়তে অনুষ্ঠাতারং রক্ষতি।"

আরও বলিলেন—

"তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত এক ভক্তির্বিশিষ্যতে।" (গীতা)

এই কারণে অপর সকল প্রকারের সাধক অপেক্ষা জ্ঞানী ভক্তের শ্রেষ্ঠতা-বিধান। অতঃপর ভক্তি কাহাকে বলে, তাহার বিচার করা আবশ্যক—"ভক্তিরস্য ভজনং" শ্রীভগবানের ভজনই ভক্তি। এই ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠতা সর্ব্ববাদিসম্মত।—

"পূর্ব্ব বিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ ক্রিয়ামানসবৎ"

(বেঃ সূঃ ৩।৩।৪।৪৬)

এই সূত্রের ভাষ্যে "ক্রিয়া" শব্দের পরিচর্য্যা এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে।

"ক্রিয়া পরিচর্য্যার্চ্চনাদিরূপা মানসঞ্চ ধ্যানং।"

এবং ঐ পরিচর্য্যা কাহার? যাহার সমাধানে শ্রুতি ব্রহ্মার উক্তিতে বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণোবৈ পরমং দৈবতং।"

শ্রীকৃষ্ণই পরম দেবতা।—শ্রীমদ্ভাগবতও বলিলেন—

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"

অতএব যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্য্যাদি যে কোন রূপ ভজনের অনুষ্ঠান করেন, সেই ব্যক্তিই ভক্ত ও সাধু বলিয়া গণ্য।

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে—" (গীতা ৯।৩০)

শ্রীমধুসূদন সরস্বতী ব্যাখ্যায় বলিলেন—

"যঃ কশ্চিৎ সুদুরাচারোঽপি চেৎ * * মাং ভজতে কুত্রচিৎ ভাগ্যোদয়াৎ সেবতে * * * সাধুরেব মন্তব্যঃ।"

অতি দুরাচার ব্যক্তি যদি অনন্য-সেবী হইয়া আমার ভজন করে, তবে সে ব্যক্তি সাধু মধ্যে গণনীয়।

সুতরাং যদি কোনও ব্যক্তি নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ভগবদ্ভজনপরায়ণ হয়, সে ব্যক্তি যে সাধুপদবাচ্য হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। বৈষ্ণব মহাজনগণও পূর্ব্বোক্ত বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন,—

"মুচি হ'য়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে।"

ভক্তির পাপহারিত্য সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃত্ সুদুর্ল্লভা।
সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী চ সা॥"

অর্থাৎ,

ভক্তি, ক্লেশ হরণপূর্ব্বক শুভ প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের সেবা ব্যতিরেকে অন্যবিধ মুক্তিবাসনাকে, লঘু করিয়া শ্রীকৃষ্ণবিষয়েই চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। ইহা শ্রীভগবান্ উদ্ধবকেও বলিয়াছিলেন,—

"যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥"

প্রজ্বলিত বহ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ধ্বংস করে, তদ্রূপ আমার ভক্তি সমস্ত পাপকে ধ্বংস করিয়া থাকে। এমন কি ঐ ভক্ত যদি অতি নীচ জাতিও হয়, তথাপি সে সবন-যোগ্য-জাতি-জনক পুণ্য লাভ করিয়া থাকে। যথা—

"যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্ যৎ প্রহ্বণাদ্ যৎ শরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥"

বেদ, বেদান্ত, পুরাণ-শ্রুতি, সংহিতা প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রেই, যে ধর্ম্মের, যে ভক্তের, শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতেছেন, এবং যে ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া শ্রীশ্রীনিত্যানন্দবংশীয় প্রভু সন্তানগণ শ্লাঘা করেন; সে ধর্ম্মের, সে শাস্ত্রের নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দবংশীয়, কোনও প্রভুসন্তানকে যদি তদ্‌বিপরীত কার্য্য করিতে দেখা যায়, তাহা হইলে স্বতঃই কি মনে হয় না? এঁরা ভ্রান্ত, এঁরা নিজ শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; এঁরা নিজ বিমল বংশে কালিমা লেপন করিতেছেন?

কোন্ চিন্তাশীল হৃদয়বান্ ব্যক্তি 'সু'-কে, 'কু' দেখিলে ক্ষুব্ধ; মর্ম্মাহত, স্তব্ধ না হন্? কোন্ সুধীর বিজ্ঞ, উচ্চের অধঃপতন দর্শন করিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস না ফেলিয়া থাকিতে পারেন? কোন্ ধর্ম্মাত্মা, উন্নতচেতা, ক্ষুদ্রের সাফল্য দর্শনে আনন্দিত না হন্? কোন্ নির্ভীক বীরহৃদয়, কর্ত্তব্য-পরায়ণ ব্যক্তি; পতিতের, পদানতের, আশ্রিতের, ব্যাকুল প্রার্থনা উপেক্ষা করিয়া, নিজ আশ্রয়-বাহুবিস্তারে তাহাকে আশ্রয়দানে পরাঙ্মুখ থাকিতে পারেন? কোন্ দেবতা; ভক্তের ভক্তি-ব্যাকুলক্রন্দনে হৃদয়ের

পূজা গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারেন ? যাঁহারা ক্ষুদ্রকে পীড়ন, পদানতকে পদদলন, আতুরের আর্ত্তিতে উপেক্ষা প্রকাশ না করেন, তাঁহারাই মনুষ্য, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ, তাঁহারাই বরণীয়।

যাহারা করে তাহাদের কোন্ শ্রেণীর জীব বলিয়া স্বীকার করা হইবে, পশুতত্ত্ববিদ্‌গণও বোধ হয় জানেন না। কেন না নিকৃষ্ট জীব পশুশ্রেণীর মধ্যেও আর্ত্তির জন্য ব্যাকুলতা, ক্ষুদ্রকে আশ্রয় দিবার জন্য ইচ্ছা, অথবা আক্রমণ করিতে উপেক্ষা, পদানতকে করুণাপ্রদর্শনের ভূরি ভূরি বৃত্তান্ত সকলেই কিছু না কিছু জ্ঞাত আছেন।

যাঁরা পশু অপেক্ষাও নীচহৃদয়, অথচ মনুষ্যাবয়বী, তাঁহারা কী ? কেহ কি বলিতে পারেন ? যে কার্যাটির জন্য আমরা বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের শুভদিন আরম্ভের সূত্রপাত বলিয়া "মঙ্গল-নির্ঘোষ" প্রচার করিতেছি, অতঃপর তাহা বিস্তারিত ভাবে ব্যক্ত করিব। তৎপাঠে, সাধারণ, হৃদয়বান্, উন্নতচেতা, প্রকৃত মনুষ্য-ধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, এ কার্য্যের কোন্‌টি অন্যায় হইয়াছে ; নিন্দুকগণ কোন্ বিচারে বা কোন্ সূত্রে, এরূপ শুভ-কার্য্যে দোষারোপ করেন ? বুঝিতে পারিবেন, নীচ-চেতা, কতদূর নীচ হইতে পারে ; ভ্রান্ত, কতটা, ভ্রান্তিতে পতিত হইতে পারে ; ঈর্ষুক কতটুকু ঈর্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া কিরূপ ভাবে নিজ ঈর্ষাবিষে জ্বলিতে পারে।

সাধারণে—বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ীরা জ্ঞাত হউন্, বুঝুন, বিচার করুন।

কলিকাতার ১৩৬নং মাণিকতলা রোড নিবাসী বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত, বিশুদ্ধ বৈষ্ণবাচারী শ্রীদীননাথ দাস আজ প্রায় একত্রিশ

বৎসর পূর্ব্ব হইতে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবোচিত ভাবে দেবমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজ প্রাণের দেবতা শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিয়া—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥"—

প্রভৃতি ভক্তিমার্গের সাধনার কোনও একটিকে অবলম্বন করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন।

অধুনাতন কালে সামাজিক উচ্চ শ্রেণীর মধ্যেও, নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক ভাবের আচার ব্যবহার বিশুদ্ধভাবে রক্ষিত হয় না, কিন্তু অধম শূদ্রবংশীয় এই দীননাথ দাস বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া, বৈষ্ণব ভাবে, বৈষ্ণব-ভূষায়, যেরূপ শুদ্ধতা রক্ষা করিয়া দীনাতিদীনের ন্যায় অবস্থান করে, তাহা প্রকৃতই দৃষ্টান্তের স্থল।

একাদশ বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীদীননাথ দাস এই শুভকার্য্যের সহায়তা কল্পে, নিজ বহু মূল্যের সম্পত্তি; বাজারটীকে "শ্রীরাধাগোবিন্দের বাজার" বলিয়া নামান্তরিত করেন।

সৎপরামর্শ, প্রকৃত উৎসাহপ্রদানের অভাবে এ কার্য্য সাফল্য লাভ করিতে পারিতেছিল না। শুভকার্য্যের নানা বাধা। তিন বৎসর পূর্ব্বে একটী ঠাকুরবাড়ী প্রস্তুত হইয়া তাহা বৃথা হইয়াছিল। কারণ ঐ দেবালয়ের কিছু দূরে মুসলমানদিগের একটি মশ্‌জিদ থাকায়, শঙ্খ ঘণ্টাদির শব্দে তাহাদের নেমাজের ব্যাঘাত হইলে তাহারা বিষম উৎপাত করিবে এইরূপ প্রকাশ পাওয়ায় ঐ কার্য্য বন্ধ হয়।

কিন্তু দীননাথ দাসের হৃদয়ের বাসনাস্রোত রুদ্ধ হইবার নহে।

আবার নব উৎসাহে, নব উদ্যমে, নূতন স্থানে, বহু অর্থ ব্যয়ে (প্রায় পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা) এক নূতন মন্দির প্রস্তুত করানো হয় এবং ঐ দেবসেবার কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য দেড়লক্ষাধিক মুদ্রার সম্পত্তি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজিউর নামে উৎসর্গপত্র দ্বারা আইনসঙ্গতভাবে দেবত্র করা হয়। যাহাতে অধমতারণ, দীনবৎসল, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-বংশীয় প্রভুসন্তানগণ উক্ত দেবালয়ে গমন করেন এবং শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের নিকট বিশুদ্ধভাবে যথাবিধানে নিবেদিত দ্রব্যাদি "সেবা" করেন, সে বিষয়ে বিধান-ব্যবস্থার জন্য দীননাথ দাস একান্ত ব্যাকুলভাবে প্রাণের চিরপোষিত এই বাসনাটী শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত মাণিকচাঁদ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট প্রকাশ করেন।

ইঁহারা হঠকারিতার বশে নিজে নিজে একটা কিছু সিদ্ধান্ত না করিয়া এ বিষয়ের মীমাংসার জন্য কলিকাতা এবং শ্রীপাট খড়দহ-নিবাসী গোস্বামী প্রভুগণকে প্রকাশ্যভাবে এক পরামর্শ-সভায় আহ্বান করেন। এ সভা কলিকাতার স্বনামখ্যাত আইনব্যবসায়ী এটর্ণী শ্রীযুক্ত বাবু পান্নালাল দে মহাশয়ের সিমুলিয়া ২১।১০ সংখ্যক মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেনস্থিত ভবনে শ্রীযুক্ত গোবিনচাঁদ গোস্বামী মহাশয়ের সভাপতিত্বে সমাহিত হয়। সভায় স্থির হয় এ কার্য্য শ্রীনিত্যানন্দবংশীয় গোস্বামীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

এ সভায় নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি করিবার জন্য স্থির করা হয়—

১। শ্রীপাট খড়দহের এবং কলিকাতার সমস্ত গোস্বামিপ্রভু-সন্তানগণের উক্ত দেবালয়ে "সেবা"।

২। পরম উদারচেতা শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত

মাণিকচাঁদ গোস্বামী এবং শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গোস্বামী নিজ পরিচিত ব্রাহ্মণ, পূজারী, টহলীয়া প্রভৃতি নিযুক্ত করাইয়া শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, ভোগরাগাদির ব্যবস্থা ও "সেবা"র বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।

৩। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গোস্বামীর নামে সংকল্প করিয়া শ্রীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করা হইবে। উক্ত গোস্বামী উক্ত দেবতার নামে উৎসৃষ্ট সম্পত্তি হইতে মাসিক ১০৲ টাকা বৃত্তি পাইবেন।

৪। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দবংশীয় গোস্বামিসন্তানগণের প্রাণের দেবতা শ্রীশ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরজিউর নাটমন্দির একেবারে জীর্ণ অবস্থায় পতিত হওয়ায় তাহার সংস্কার করা হইবে। তাহার ব্যয়স্বরূপ ২০০০৲ দুই সহস্র টাকা শ্রীদীননাথদাস প্রদান করিবে।

এক্ষণে ঐ দুই সহস্র মুদ্রা শ্রীযুক্ত পান্নালাল দে এটর্ণী মহাশয়ের নিকট জমা আছে।

গত ১৬ই আষাঢ় ১৩২২। উক্ত রামচন্দ্র গোস্বামীর নামে সংকল্প করিয়া বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাকার্য্য যথাবিধানে সম্পন্ন হয়। শ্রীরামচন্দ্রপ্রভুর পুরোহিত মহাশয়ই তাঁহাকে সংকল্পমন্ত্রাদি পাঠ করাইয়াছিলেন। পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলকৃষ্ণ এবং মাণিকচাঁদ গোস্বামী প্রভুদ্বয় উপস্থিত থাকিয়া এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি মহাত্মা উপস্থিত থাকিয়া কার্য্যের শৃঙ্খলাবিধানে যোগদান করেন।

ঐ দিন খড়দহনিবাসী প্রভুপাদ হরিকিশোর গোস্বামী শাস্ত্রী, প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী গোস্বামিপ্রমুখ বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ উপস্থিত হইয়া সভার সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য উপযুক্ত বিদায় বা সম্মান দ্বারা সকলেই সম্মানিত হইয়াছিলেন। এবং ৩০শে আষাঢ় (১৩২২) গোস্বামী "সেবা"র দিন শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র

গোস্বামী নিজহস্তে নিম্নলিখিত গোস্বামী মহাশয়গণকে পাথেয় এবং ২৫৲ টাকা করিয়া প্রণামি প্রদান করিয়া দীনদাসের বাসনা পূরণ করেন।—

নাম		সাং
শ্রীভবেন্দ্রমোহন গোস্বামী		খড়দহ।
" বটকৃষ্ণ	"	বাগবাজার
" শ্রীকৃষ্ণ	"	"
" নবকৃষ্ণ	"	"
" রাসবিহারী	"	"
" নিতাইচাঁদ	"	"
" নরোত্তম	"	"
" অদ্বৈতচরণ	"	"
" ফণিভূষণ	"	"
" হরিপদ	"	কম্বুলিয়াটোলা।
" গোপীবল্লভ	"	বালাখানা।
" অনাথনাথ	"	"
" ললিতমোহন	"	ঢুলিপাড়া।
" সৌরীন্দ্রমোহন	"	"
" বীরেশ্বর	"	সিমলা।
" রাসবিহারী	"	"
" গোষ্ঠবিহারী	"	কুমারটুলী।
" গোষ্ঠবিহারী	"	বাগবাজার।
" হরিগোবিন্দ	"	বোসপাড়া।
" যতীন্দ্রমোহন	"	

নাম		সাং
শ্রীদুলালকৃষ্ণ গোস্বামী		বাগবাজার।
„ সত্যানন্দ	„	সিন্দুরিয়াপটি।
„ নিত্যানন্দ	„	„
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র	„	ভদ্রকালী।
„ যদুনন্দন	„	পাথুরিয়াঘাট।
„ হরেন্দ্রনাথ	„	কুমারটুলি।
„ হরেন্দ্রমোহন	„	খড়দহ।
„ জীবেন্দ্র	„	„
„ মাণিকচাঁদ	„	সিমলা।
„ অতুলকৃষ্ণ	„	„
„ প্রাণবল্লভ	„	আহিরীটোলা।
„ ব্রিজয়কৃষ্ণ	„	„
„ নবগোপাল	„	„
„ গোবর্দ্ধন	„	„
„ ফকিরচন্দ্র	„	„
„ সুরেন্দ্রকৃষ্ণ	„	„
„ রমেন্দ্র	„	„
„ হরিপদ	„	কুমারটুলী।
„ গোকুলচাঁদ	„	সিমলা।
„ মণিলাল	„	„
„ নারায়ণকুমার	„	„
„ তিনকড়ি	„	বটতলা।
„ নিবারণ	„	

নাম	সাং
শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী	কুমারটুলী।

এস্থলে বলা আবশ্যক, শ্রীযুক্ত গোবিন্‌চাঁদ গোস্বামী (বটতলা) মহাশয় পরামর্শ সভায় সভাপতি-আসনে আসীন হইয়া সর্ব্বতোভাবে কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিয়া, কোন প্রকারের কোনও রূপ আপত্তি প্রকাশ না করিয়া শেষে কি জানি কোন্ কারণে "সেবার" দিবস আগমন করেন না। শ্রীপাঠ খড়দহের গোস্বামী মহাত্মগণের প্রায় সকলেই প্রথমে এ কার্য্যে যোগদান করিতে সম্মতি স্বীকার, শ্রীশ্রী-শ্যামসুন্দর জিউর শ্রীমন্দিরে বসিয়া তাঁহারই সম্মুখে প্রকাশ করেন। কিন্তু কি জানি কেন কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাদের অনেকে পশ্চাৎপদ হইয়া পড়েন। বলাবাহুল্য তাঁহাদের এই কার্য্যে প্রতিশ্রুতিভঙ্গে বুদ্ধিমান স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সত্যপ্রতিজ্ঞ, সু-পণ্ডিত ব্যক্তিমাত্রই মর্ম্মাহত হইয়াছেন।

এইবার আমাদের শেষ বক্তব্য, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-বংশীয় প্রভু-সন্তান, যাঁহারা বর্ত্তমান বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সমাজের শীর্ষস্থানে অবস্থান করিয়া, তাহার গতি লক্ষ্য করিতেছেন; যাঁহারা বৈষ্ণব-সমাজের গতি যাহাতে ভ্রষ্ট-পথে না যায় সে বিষয়ে অগ্রগামী বা অগ্রণী হইয়া প্রাণপণ যত্নে কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, উৎসাহ এবং অভয় প্রদান করিতেছেন; যাঁহাদের মুখাপেক্ষী হইয়া এখনও বহু বহু প্রকৃত বৈষ্ণবাচারসম্পন্ন বৈষ্ণব, কেবল তাঁহাদেরই অভয় বাণীর দিকে, কেবল তাঁহাদেরই পূত আশীষ-বাক্যের অপেক্ষায় রহিয়াছে—সেই শ্রীপাদ প্রভুসন্তানগণের প্রতি আমাদের শেষ নিবেদন—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মম নাম॥"

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখের এই অমৃতবর্ষী আশীষ বাক্যের সাফল্যের "নিমিত্ত" যত্নবান্ হউন। আর—

"স্ত্রী, শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা" শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত এই মহাবাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তাঁহারই প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের ক্রোড়ে ব্যাকুলপ্রাণ দীন, অধম, নীচ পতিতকে আশ্রয় দান করুন।—

আরও দুই একটি কথা আমাদের বলিবার আছে। জানি না তাহা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হইবে কি না। কিন্তু তাহা না বলিয়াও আমাদের এই বক্তব্য শেষ করিতে পারি না।

হে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় প্রভুগণ, আপনাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, উপস্থিত ক্ষেত্রে বৈষ্ণব-সমাজে, আপনাদের একটী অগ্নিপরীক্ষার ক্ষণ আসিয়াছে।

এ পরীক্ষা একদিন, অযোধ্যার লক্ষ্মী, ঋষি-তাপস-পূজ্যা, তপ্ত কাঞ্চন-প্রতিমা, মা জানকীকে প্রদান করিতে হইয়াছিল।

কিন্তু পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন এই পরীক্ষা যদি না হইত তাহা হইলে বোধ হয় শ্রীরামচন্দ্রের এবং মা জানকীর লৌকিক-চরিত্র' আমরা এত উচ্চ, এত আদর্শের চক্ষে দেখিতাম না।

ইতিহাস পুরাণ, মানব-চরিত্র সমালোচনা করিলে দেখা যায়, প্রতি-উন্নত-জীবনে, প্রতি-আদর্শ-জীবনে একাধিকবার, অগ্নি-পরীক্ষার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। উন্নত-জীবনের ব্রত শেষ করিতে হইলে এ অগ্নিপরীক্ষাকে অপরিহার্য্য সঙ্গী করিতেই হইবে।

সাহিত্য-সভ্যতার জ্ঞান-প্রতিভার, সাক্ষাৎ বিগ্রহ হোমার; এবং সারস্বত বৈভব-সম্রাট সক্রেতিসের অগ্নিপরীক্ষার বিষয়ে

ইয়ুরোপীয় ইতিহাস কি বলিতেছেন?—এই পরীক্ষার জন্যই বৃহস্পতিকল্প হোমারকে একদিন নিজ-বাস-ভূমে কাঙ্গালের ন্যায় দ্বারে দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষা—সাধারণ অবোধ্য লাঞ্ছনার সহিত ভোগ করিয়া দিনাতিপাত করিতে হইয়াছিল। এই পরীক্ষার জন্যই মহাত্মা সক্রেতিসের জীবন কতকগুলা মূর্খ পশুভাবাপন্নের অবিচারের ফলে হলাহল পানে শেষ করিতে হইয়াছিল।

মনুষ্যজাতির মধ্যে যাঁহারাই মনুষ্যজাতির গৌরবস্বরূপ ছিলেন বা আছেন; যাঁহারা মনুষ্যত্বের প্রকৃত মূল্য "কি"; জানেন। তাঁহারাই ঐ অগ্নিপরীক্ষা দিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। তা' যদি হ'ন তাহা হইলে কেমন করিয়া চিত্তের উচ্চতা, উদারতার আদর্শ দেখাইয়া, পথানুলম্বিগণের আদর্শস্বরূপ হইয়া পথপ্রদর্শক হইতে পারেন?

সমস্ত জগৎ সংসারে, মানবসমাজে যিনি যেখানে কোনও না কোনও অংশে সাধারণ মানবাপেক্ষা উচ্চ, মহান্ এবং প্রতিভাবান্ তিনিই এ অগ্নি পরীক্ষার অধীন।

"যাঁহারা মানবসমাজে জ্ঞানে, গুণে প্রতিষ্ঠার গৌরবে, নিত্য জীবনের নির্ম্মল-প্রেমময় নিঃস্বার্থ অনুষ্ঠানে সাধারণ মনুষ্য হইতে একটুকু বেশী সমুচ্ছ্রিত; তাঁহারা কেহই সংসারে আসিয়া সুখ-শয্যায় শয়ান রহিয়া দিনপাত করিতে পারেন নাই। তাঁহারা সকলেই, কোথাও কালের অপূর্ণতায়, কোথাও নিম্নস্তরস্থিত মানব-সমাজের ঈর্ষা, অসূয়ায় কোথাও বা কেমন এক প্রকার অচিন্তিত বিপাক-বিড়ম্বনায়, অথবা অপরিজ্ঞেয় দৈবী ব্যবস্থায় কোনও না কোনরূপ অগ্নি-পরীক্ষার অধীন হইয়াছেন।" (৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ)

তাই বলিতেছিলাম—আচার্য্য প্রভুগণ! হে বর্ত্তমান গৌড়ীয়

বৈষ্ণব-সমাজের কর্ণধার মহাত্মাগণ! আপনাদেরওঅগ্নি-পরীক্ষার ক্ষণ আসিয়াছে।

আপনারাও, মা জানকীর মত, মহাত্মা হোমার, সক্রেতিস্, ষোড়শ লুই'য়ের মত, অম্লান-বদনে, প্রশান্তচিত্তে বর্ত্তমান ক্ষেত্রের কর্ত্তব্য-অগ্নিকুণ্ডে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের কল্যাণের জন্য জীবন আহুতি দিতে অগ্রসর হউন।

বলা ধৃষ্টতা হইলেও বলিতেছি,—তাহা হইলে দেখিবেন, সেই পূত অগ্নিশিখা হইতে যে জ্যোতি বাহির হইবে তাহাতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর—

—পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মম নাম।"—

এই সফল বাক্যের কার্য্যসূত্র আরম্ভ হইবে। জগৎ আনন্দময় হইবে। জীবগণ চিরশান্তিতে বিরাজিত হইবে।

দীন নিত্যানন্দ
ভাগবত ধর্ম্মমণ্ডল।
১৬১নং হ্যারিসন রোড।
কলিকাতা।